প্রবাসে আনন্দ বেদনার ঈদ

জসিম মল্লিক

দূর প্রবাসেও ঈদ আসে। ঈদ চলে যায়। তবে দেশের ঈদের সাথে এই প্রবাস ঈদের রয়েছে বিস্তর ফারাক। ছোটবেলার কথা খুব মনে পড়ে। তখন ঈদের একটা অলাদা আমেজ ছিল। রমজান মাসে সাধারণতঃ শীত থাকত। শীতের রাতে জবু থবু হয়ে সেহ্‌রি খেতে উঠতে হতো। মা আগেই উঠে সব তরকারি গরম করে রাখতেন। মাসব্যাপী রোজা রাখার পর যেদিন চাঁদ দেখার কথা সেদিন কী উত্তেজনাই না বিরাজ করত ছোটদের মধ্যে। চাঁদ দেখার জন্য খোলা জায়গায় ছুটে যাওয়া বা উঁচু কোন দালানে উঠে খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা। চাঁদ দেখা গেলে কী আনন্দ। কাল ঈদ! রেডিও টেলিভিশনে বেজে উঠে ..'রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ..' সারারাত আনন্দে ঘুমই হয় না।

তারপর আছে নতুন কাপড় কেনা কাটা। বাবার হাত ধরে গ্রামের হাটে চলে যাওয়া ঈদের শার্ট কিনতে। প্রত্যেক বাবা মাই চায় তার সন্তানের জন্য নতুন কাপড় কিনে দিতে। কিনে দিতে না পারলে যেমন দরিদ্র পিতার মন খারাপ হয় তেমনি সন্তানেরও আনন্দটা নষ্ট হয়। ঈদের দিন নতুন কাপড় পড়বে না তা কি হয়! ছোটরা নতুন কাপড় কিনে কেউ কাউকে দেখায় না। ঈদের আগেই দেখে ফেললে মজাটা নষ্ট হয়ে যায় না! তাই লুকিয়ে রাখে। কেউ যেনো দেখতে না পায়। এই নিয়ে ছোটদের মধ্যে মন কষাকষিও দেখা দেয়। আর যারা নেহায়েৎই নতুন কাপড় কিনতে পারে না তারা পুরনো কাপড়টাকেই ভালমতো ধুয়ে ঈদের রাতে ইস্তিরি করে নেয়। ধোপাবাড়িতেও যেনো উৎসব লেগে যায়।

রোজার পুরো মাস মসজিদে মসজিদে তারাবির নামাজ আর ইফতারির ধুম। যার যে রকম সাধ্য আছে সে সেই রকমভাবে ঈদ করে। আজকাল কত বদলে গেছে সব কিছু। কেউ হয়ত কোন রকম ইফতারিটা সেড়ে ফেলে আর কেউ শেরাটনে সোনারগাঁয়ে দেড় দুই হাজার টাকা দিয়ে ইফতার করে। ঢাকা শহরে ইফতারির বাজার বসে যায় সর্বত্র। ইফতার কালচার বলে একটা কথা চালু হয়ে গেছে দেশে। রাজনৈতিক ইফতার একটা সময়ে বেশ জাঁকিয়ে বসেছিল। জাকাতের কাপড় বিলি করতে গিয়ে কত লোক মারা যায় দেশে। ঈদের সময় দুর দুরান্ত থেকে ভিক্ষুকরা এসে ভীড় করে ঢাকায়।

ঈদের দিন খুব ভোড়ে ঘুম থেকে উঠেই ঘরে ঘরে গিয়ে সেমাই ফিরনি খাওয়া ধুম পড়ে যায়। তারপর গোসল টোসল সেড়ে কড়কড়া ভাজভাঙ্গা জামাকাপড় পড়ে মা বাবাকে সালাম করে ঈদগাহ মাঠে যাওয়া হয় দল বেধে। ঈদের নামাজ শেষে কোলাকুলি করা। ছোট ভাই বোনের জন্য খুরমা, বেলুন, বাঁশি কিনে আনা। নামাজ পড়ে ঘরে ফিরতে ফিরতে মায়ের পোলাউ মাংস রান্না শেষ। তারপর খাওয়া দাওয়ার ধুম। বিকেল হলে সেজে গুজে আত্মীয় বাড়িতে যাওয়া। সত্যি আমাদের দেশের ঈদ উৎসবের কোন তুলনা হয় না। সময়ের সাথে

সাথে অনেক কিছু বদলে যায়। আজকের দিনে হয়ত আর সেই পুরনো আমেজটা নেই কিন্তু তারপরও দেশের ঈদ বলে কথা!
কিন্তু আমরা যারা দূর প্রবাসে থাকি তাদের ঈদ কেমন?। এখানেও রোজা আসে, তারাবি হয়, ইফতার পার্টি হয়। সবকিছুই হয়। কিন্তু কোনভাবেই তা দেশের মতো না। দেশে যেমন রোজা শুরু হলেই একটা উৎসবের আমেজ তেরী হয়। কেনা কাটা, ঈদের বোনাস, লাইটিং, ঈদ ফ্যাশন, ঈদ সংখ্যা পত্রিকা, টিভিতে ঈদের বিশেষ অনুষ্ঠান, ঈদ পুর্নমিলনী, সিনেমা হলে নতুন সিনেমা মুক্তি পাওয়া কত কি। প্রবাসে এসব কিছুই নেই। প্রবাসে ঈদের দিনটা উইকএন্ডে হবে কিনা এই নিয়ে চলে আলোচনা। কারন উইকডেজে হলে ঈদের দিন কাজে যেতে হবে। বাচ্চাদের যেতে হবে স্কুলে। যদিও এদেশে ঈদের দিন মুসলিম ছাত্ররা স্কুলে না গেলেও অসুবিধা নেই। দেশে যখন সবাই ঈদ উৎসবে মেতে থাকবে তখন প্রবাসে আমাদের থাকতে হয় কাজের যায়গায়। কখন ঈদের দিনটা চলে যায় টেরও পাওয়া যায় না। বাসে সাবওয়েতে বসে চোখের জলে বাবা মা ভাইবোনদের কথা মনে পড়ে যায়। যারা বাবা-মা কে হারিয়েছেন বা হারিয়েছেন কোন আপনজনকে তাদের কথা খুব মনে পড়ে এই দিনে। কোন প্রবাসী মা হয়ত লুকিয়ে কাঁদেন সন্তানের জন্য। তার যাদু আর ফিরবে না। আনন্দ বেদনার ঈদের নাম হচ্ছে প্রবাস ঈদ। অনেক সীমাবদ্ধতা আর প্রতিকুলতার মধ্যেও নিজের মতো করে আনন্দ খুঁজে নেয় প্রবাসীরা। তারাও ঈদের নামাজ পড়ে, কোলাকুলি করে, বেড়াতে যায় বন্ধুর বাড়িতে। কিন্তু তারা প্রিয়জন থেকে অনেক অনেক দুরে। তাদের শূন্যতা কিছু দিয়ে পূরন হবার নয়।

জসিম মল্লিক: অনাবাসী লেখক
Toronto
jasim.mallik@gmail.com